জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির চতুর্বিংশ/২৪তম সভার কার্যবিবরণী

গত ২৫-৮-৯৩ ইং (১০-৩-১৪০০ বাং) তারিখ বুধবার বিকেল ২.৩০ ঘটিকায় ডঃ এম এস ইউ চৌধুরী, নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এবং সভাপতি কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে কারিগরি কমিটির ২৪তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কারিগরি কমিটির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ/বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে (তালিকা সংযুক্ত) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ২৩তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব জানান যে, বিগত ২৩তম সভার কার্যবিবরণী বিভিন্ন গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীসহ কারিগরি কমিটির সকল সদস্যের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী বিতরণের পর এ বিষয়ে কোন মন্তব্য বা আপত্তি আসেনি। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনাশেষে ২৩তম সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ২৩তম সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

কারিগরি কমিটির ২৩তম সভা গত ৪-১০-৯২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অদ্যকার সভায় ২৩তম সভার গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনাশেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) ইতিপূর্বে যে সকল জাত জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে সেগুলোর নামকরণ পূর্বের মত চালু থাকবে। ইতিপূর্বে গঠিত উপ-কমিটি কর্তৃক ঐ সকল জাতগুলোর একটি ক্রমিক নম্বর প্রদানপূর্বক সংশোধন করে ঐ লিষ্ট ক্রম অনুসারে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য-পেশ করা হবে। ফসলের জাত নামকরণের ব্যাপারে বিগত সভায় গঠিত উপ-কমিটির প্রস্তাব অনুমোদন করা হয় এবং সুপারিশসহকারে জাতীয় বীজবোর্ডের পরবর্তী সভায় পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অনুমোদিত ছকপত্রের নমুনা পরিশিষ্ট "ক" তে দেয়া হলো।

খ) পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সভায় অবহিত করেন যে, অনুমোদিত বহু জাত নামে বহাল থাকলেও মাঠে নেই। তিনি এ ব্যাপারে বিএডিসি কর্তৃক গৃহীত সাম্প্রতিক কালের বীজ উৎপাদন কর্মসূচীর প্রতি উপস্থিত সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দেখা যায় যে, ধানের মাত্র ৮/১০টি জাতই উৎপাদন প্রক্রিয়ার সংগে জড়িত এবং এ ব্যাপারে বিএডিসি'র মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ) সভাকে অবহিত করেন যে চাহিদার কারণেই এমনটি ঘটে। এ ব্যাপারে মহা-পরিচালক, বিনা সভায় মত প্রকাশ করেন যে, চাহিদা সৃষ্টির ব্যাপারে অনেক সময়ই সকল জাত সমান প্রদর্শনীর সুবিধা পায়নি। যাহোক, এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং মাঠে বিভিন্ন ধানের জাত বর্তমানে কি পরিমাণ আবাদ হচ্ছে (Status report) সে ব্যাপারে/বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন পূর্বক জনাব এম এনামুল হক অতিরিক্ত-পরিচালক, ডিএই জনাব জি এম মঈন উদ্দিন, মহা-ব্যবস্থাপাক (বীজ) বিএডিসি এবং জনাব মোঃ মোসলেহ্ উদ্দিন, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উক্ত কমিটির আহ্বায়ক হবেন।

গ) ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউ কর্তৃক উদ্ভাবিত ঈশ্বরদী-২২, ২৪ ও ২৫ এই তিনটি অনুমোদিত জাতের ব্যাপারে জাতের নম্বরের ধারাবাহিকতা রক্ষাকল্পে সংস্থার ২৭-৫-৯৩ইং তারিখে গেজেট নোটিফিকেশন দেয়ার যে প্রস্তাব দেয়া হয় তা সুপারিশের জন্য বিবেচনা করা গেল না। গেজেট নোটিফিকেশন অনুমোদিত জাতের ক্রম অনুসারে দেয়া হবে।

আলোচ্য বিষয়-৩ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের দুটি জাত বি.এ.ডব্লিউ-১৭১ (সওগাত/নিশান) এবং বি.এ.ডব্লিউ-৪৫২ (প্রতিভা/নূর) এর অনুমোদন।

বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত গম এর জাত দুটি কারিগরি কমিটির ২৩তম সভায় উপস্থাপন করা হয়। বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সনাক্তকারী চিত্রসহ গমের জাত দুটি পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় পেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে মোতাবেক প্রস্তাবটি প্রকল্প-পরিচালক গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উপস্থাপন করা হয়। তিনি জানেন যে, বি.এ.ডব্লিউ-১৭১ এবং বি.এ.ডব্লিউ-৪৫২ জাত দুটি সনাক্তকরণ চিত্রসহ প্রদান করা হয়েছে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় বি.এ.ডব্লিউ-১৭১ জাতটির ফলন কাঞ্চন জাতের সহিত তুলনীয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন, জীবন মেয়াদও কাঞ্চনের তুলনায় কিছু কম এবং দানার রং সাদা। বি.এ.ডব্লিউ-৪৫২ জাতটি সেচসহ ও বিনা সেচে ফলন কাঞ্চন এবং সোনালিকার চেয়ে বেশী এবং আমন ধান কাটার পর দেরীতে বপনে জাত দু'টো উপযুক্ত। জাত দু'টো রাষ্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন।

সিদ্ধান্ত ঃ বর্তমানে অনুমোদিত গম এর জাতের সংখ্যা অপ্রতুল এবং ফলন কাঞ্চনের সহিত তুলনীয় এবং রাষ্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন বিধায় এসব কারণে জাত দু'টো অনুমোদন এর জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ আলুর জাত রিলিজ ও এম.এল.টি, পরীক্ষাকরণ।

ডঃ মামুনুর রশিদ, প্রকল্প পরিচালক, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উপস্থাপিত আলুর জাত রিলিজ করার প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্তকরণ প্রস্তাব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয় এবং জাত রিলিজ করার পূর্বে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বিএডিসি'র সহায়তায় চাষীদের মাঠে এম.এল.টি পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবেন প্রকল্প পরিচালক, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র।

আলোচ্য বিষয়-৫ঃ বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর দু'টি নতুন জাত ক্লোন পি-৮৬.৪৫৭ ও পি-৮৭.৩৬৪ এর অনুমোদন।

জাত দুটি অনুমোদনের ব্যাপারে আবেদনপত্রগুলি পরীক্ষা করা হয় এবং লক্ষ্য করা যায় যে, আবেদনপত্রের সকল নির্ধারিত ছক যথাযথ পূরণ করা হয়নি। এ ব্যাপারে সদস্য-সচিব, সভাকে অবহিত করেন যে, মাত্র ১দিন পূর্বে তিনি আবদনসমূহ পেয়েছেন, কাজেই আবেদনের ত্রুটি ধরা পড়লেও প্রয়োজনীয় ত্রুটি দূর করে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা যায় কি না সে জন্যই তিনি সভায় সকল সম্মানিত সদস্যদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করেছেন। এ ব্যাপারে সভাপতি মহোদয় জানান যে, আলুর ব্যাপারে যেহেতু অনুমোদিত জাতের সংখ্যা খুব কম। তাই প্রয়োজনীয় তথ্য আবেদন পত্রের চাহিদা অনুযায়ী পুরোপুরি সরবরাহ করা হলে পরবর্তী বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে। তবে ভবিষ্যতে অসম্পূর্ণ কোন প্রকার আবেদন বিবেচনার জন্য কারিগরি কমিটির সভায় পেশ করা যাবে না। সিদ্ধান্তটি সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্প-পরিচালক (কন্দাল ফসল)-কে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ আবেদন পত্র পুনরায় সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটির নিকট পেশ করতে অনুরোধ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মিষ্টি আলুর দুটি জাত ক্লোন এস.পি-৩৯৬ (ডি-৪৪) এবং এস,পি-৩৯৭ (ডি-৫৩) এর অনুমোদন।

আবেদনপত্রে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকায় আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে পরবর্তী করিগরী কমিটির সভায় উপস্থাপনের অনুরোধ জানানো হয়।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত দু'টি ছোলার জাত বারিছোলা-২ ও বারিছোলা-৩ এর অনুমোদন।

জাত দু'টি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করা হয়নি। আবেদন পত্র যথাযথভাবে পূরণস্বাপেক্ষে অনুমোদনের সুপারিশ করা গেল। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে পুনঃ দাখিল করা হলে পরবর্তী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৮ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত কাউপি জাত বারিফলন-১ এর অনুমোদন।

সভায় কাউপি জাত বারিফলন-১ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হয়। উক্ত জাতের নাম বারি গোসীম-১-চট্টলা) নামকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আবেদন পত্র যথাযথভাবে পূরণ করা হয়নি বিধায় আবেদনপত্রের ছক যথাযথভাবে পূরণ করা পেক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপনের জন্য সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি বরাবরে প্রেরণের জন্য উদ্ভাবনী কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হলো।

আলোচ্য বিষয় -৯ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মসুর এর জাত ফারুনী এর অনুমোদন।

এ জাতটির আবেদনপত্রও ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় অনুমোদনের ব্যাপারে জাতীয় বীজবোর্ডের সভায় উপস্থাপনের জন্য আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি বরাবরে পুনঃ দাখিলের অনুরোধ জানানো গেল।

আলোচ্য বিষয়-১০ ঃ বিবিধ।

ক) সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি সভাকে অবহিত করেন যে বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবনের নিমিত্তে আবেদনপত্র এক দিন পূর্বে তাঁর কার্য্যালয়ে দাখিল করায় আবেদনসমূহ পুরোপুরিভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে সভায় দীর্ঘ আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ জাত উদ্ভাবনী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কারিগরি কমিটির সভার অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে সদস্য-সচিব বরাবরে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ৪৮ কপি ছকপত্র যথাযথভাবে পূরণপূর্বক দাখিল করতে হবে। অন্যথায় আবেদপত্র বিবেচনা করা সম্ভব হবে না। কোন অসম্পূর্ণ আবেদন সভায় উপস্থাপন করা যাবে না। অনুমোদিত ছক পত্রের এক কপি প্রত্যেক সদস্য বরাবরে/গবেষণা কেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থা নিবেন সদস্য-সচিব।

ক) সভাপতি মহোদয় Seedmen's society of Bangladesh এর সভাপতি জনাব বি.আই.সিদ্দিকী কর্তৃক তাঁর সোসাইটিকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির আবেদন পত্রের ব্যাপারে সভায় উপস্থিত সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, উক্ত সোসাইটি থেকে একজন প্রতিনিধি জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে কারিগরি কমিটির আপত্তি নেই, তবে কে হবেন সে ব্যাপারে জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

খ) সভায় এই মর্মে আলোচনা হয় যে, বর্তমানে ফসলের জাত মূল্যায়ন করার ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট ছকপত্র না থাকায় মূল্যায়ন প্রতিবেদনে কোন সামঞ্জস্য থাকে না। এ ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট ছকপত্র অনুমোদিত থাকলে বিশেষ কিছু গুণাবলীর ব্যাপারে তথ্য নির্ধারিত থাকিবে। ফলে মূল্যায়ন ভাল হবে। বিস্তারিত আলোচনার পর পরিচালক, বীজ প্রত্যায়ন এজেন্সী-কে আহ্বায়ক করে এবং জনাব নাজমুল হুদা, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়-কে সদস্য করে দু'সদস্যের একটি উপ-কমিটি গঠন করা হলো। এ কমিটি ছকপত্র তৈরী করবেন।

অতপরঃ আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষর-
(মনির উদ্দিন খান)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এবং
প্রধান বীজ প্রত্যয়ন অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী।

স্বাক্ষর-
(ডাঃ এম এস ইউ চৌধুরী)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
এবং
নির্বাহী সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

ছকপত্র

উদ্ভাবনকারী অথবা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	ফসলের নাম	প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতের ক্রমিক নং	কোন জনপ্রিয় নাম	জাতের নাম
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিআরআরআই	ধান	২৮	সৌরভ	বিআর-ধান-২৮ (সৌরভ)

২৫-৮-৯৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ২৪তম সভায় উপস্থিত সদস্য/কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রঃ নং-	পদবী ও প্রতিষ্ঠান
১। জনাব মোঃ আঃ সাত্তার	পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই
২। জনাব এম এনামুল হক	অতিরিক্ত পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই
৩। জনাব মোঃ শফিকুল আলম	পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই
৪। জনাব এম এ মালেক	প্রকল্প পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত),ডাল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই
৫। জনাব এম এ রাজ্জাক	প্রকল্প পরিচালক (গম) বিএআরআই
৬। ডঃ মামুনুর রশিদ	প্রকল্প পরিচালক, কন্দাল ফসল গবেষনা কেন্দ্র বিএআরআই
৭। জনাব মোঃ নজমুল হুদা	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রাণালয়
৮। জনাব জি এম মঈনুদ্দীন	মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ) বিএডিস
৯। জনাব মোঃ ইকবাল আকতার,	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র
১০। জনাব মোঃ হারুন-অর রশীদ	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএআরআই
১১। জনাব মোহাম্মদ হোসেন	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএআরআই
১২। জনাব এ জে মিয়া	মহা-পরিচালক, বিনা
১৩। জনাব কে এম লোকমান	মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
১৪। জনাব মোঃ মোসলেহ্ উদ্দিন	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
১৫। জনাব মনির উদ্দিন খান	প্রধান বীজ প্রত্যয়ন অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী।